খালেদা জিয়া সমীপে

জসিম মল্লিক

প্রিয় ম্যাডাম, ৯ জুন ২০০৮ তারিখের দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতায় আপনার দুই পুত্র তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমানের বিদেশে পাচার করা টাকার একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে! খবরটা যে কোনো মানুষের জন্য চমকে উঠার মতো! অপনার জেষ্ঠ্য পুত্র তারেক রহমান সুইজারল্যান্ডেই ৫০০ কোটি টাকা পাচার করেছেন বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন। এছাড়া দুবাই, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব এবং যুক্তরাজ্যে তার বিপুল পরিমান টাকা রয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। এসব দেশে তার টাকার পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবুধাবির ধাবিগ্রুপ, একজন সৌদি প্রিন্স এবং কুয়ালালামপুরের বিলাসবহুল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য বিখ্যাত বুকিত বিনটাংয়ের 'টাইমস্কয়ারে' তারেক রহমানের হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে বলে পত্রিকাটি লিখেছে। আপনার ছোট ছেলে আরাফত রহমান কোকোর সৌদি আরবে বাড়ি সহ বিপুল পরিমান সম্পত্তি রয়েছে। টিএফআই সেলে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে আপনার একসময়ের কাছের মানুষ মোসাদ্দেক আলী ফালু এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এসব তথ্য প্রকাশ করেছেন।

ম্যাডাম, আপনি বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। আমরা আমাদের পবিত্র ভোট দিয়ে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছি বলে এসব খবরে আমাদের কষ্ট হয়। খারাপ লাগে। আপনার বিগত মন্ত্রীসভার দু'চারজন ছাড়া প্রায় সবাই আজ দুর্নীতির অভিযোগে হয় বিচারাধীন না হয় সাজাপ্রাপ্ত। আপনার দু'সন্তান সহ আপনি নিজেও বিচারের মুখোমুখী। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিজের হাতে গড়া দল বিএনপি আজ ত্রিধা বিভক্ত। দলীয় অফিসে পর্যন্ত বসতে পারেন না। একথা সত্যি যে আপনি বিএনপিকে অনেক জনপ্রিয় করেছেন। আন্দোলন সংগ্রাম করে ক্ষমতায় এনেছেন। অথচ আজকে দলের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছে। যেখানে আপনিই ছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সেখানে আপনার নির্দেশ উপেক্ষিত হচ্ছে প্রায়ই। শুধু দলীয় লোকজনই না রাজনৈতিক আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমকর্তা কর্মচারীরা দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক বনে গেছে। আপনার সময়ে দুর্নীতি গ্রাস করেছিল সর্বত্র। সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল

দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। অথচ আপনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। আপনার দলকে ভোট দিয়ে মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল। এক জীবনে একজন মানুষের কত টাকা দরকার হয় বলবেন কি! প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে আর বড় পাওয়া কী আছে! তাদের কোনো দুর্নীতি আর চাঁদাবাজির অভিযোগে জেলে যেতে হয়!

ম্যাডাম, আপনি চার দেয়ালের মধ্যে বসে কখনও কী একবারও ভেবেছেন কেনো এমন হলো! পুত্রবধু আর নাতি নাতনিদের নিয়ে কত সুন্দর জীবন ছিল আপনার। কত আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। দল ও দেশ চালিয়েছেন। শহীদ মঈনুল রোডে কী সুন্দর সুরক্ষিত বাড়ি আপনার। গুলশানেও আপনার বাড়ি আছে। চারিদিকে মানুষ ঘিরে থাকতো আপনাকে। অথচ আজ আপনি কত নিঃসঙ্গ! একাকী বন্দী জীবন! আপনার সন্তানেরা অসুস্থ। দেখতে আপনি আক্ষরিক অর্থেই রানীর মতো। সবার প্রিয় ম্যাডাম। আপনি যখন সুন্দর সুন্দর শিফন শাড়ি পড়ে হাতের মধ্যে সাদা টিসু পেপাড় নিয়ে গালে আঙুল রেখে চমৎকার ভঙ্গিমায় আপনার সহকর্মীদের তোষামোদি বক্তৃতা শুনে বাঙ্ময় হাসি হাসেন তখন কী অপূর্বই না দেখতে লাগে আপনাকে! কতবার আপনাকে এই অপূর্ব ভঙ্গিমায় দেখেছি। আপনাকে দেখতে নারী পুরুষরা ছুটে আসতো দুর দুরান্ত থেকে। কত জনপ্রিয়তা ছিল আপনার। তারপরও আপনাকে কেনো সাব জেলে থাকতে হচ্ছে! সময় বড় নিষ্ঠুর এক চীজ।

প্লীজ ম্যাডাম, বলেন এসব নিয়ে একবারও ভেবেছেন কি! প্রতিটা মানুষেরইকি উচিত না আয়নায় নিজেকে দেখা? মানুষ মাত্রই ভুল হয়। সেটা সংশোধনেরও সুযোগ থাকে। ব্যক্তিগত অহমিকা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা কখনও জাতির কল্যান বয়ে আনতে পারে না। সহমর্মিতা, সহনশীলতা আর অপরের মতামত গ্রহণ করেই জাতিকে এগিয়ে নিতে হয়। আপনার দলে যারা অন্যায় করেছে তারা বরাবর তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কৃত হয়েছে। জবাবদিহীতার ব্যবস্থা ছিলনা বললেই চলে। আপনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। এত ক্ষমতার কী দরকার! আপনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছেন আপনারা শাসনামল ছিল স্বর্নযুগ! অথচ আপনার সময় দেশ চারবার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে! তারপরও আপনার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো মিথ্যে হলে খুব ভালো হতো। দুদক, এনবিআর, জাতীয় টাস্ক ফোর্স. বিচারকের রায় সব মিথ্যে হলে খুউব

খুশী হতাম। জাতী লজ্জা থেকে বাঁচত। রাজনীতিবিদদের এই দেউলিয়াপনায় বিদেশে আমাদের মাথা হেট হয়ে যায়। বাংলাদেশী পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হতে হয়। ম্যাডাম আপনি প্রমান করেন আপনার পরিবারের লোকজন সহ দলের যারা অভিযুক্ত বা সাজা ভোগ করছে তারা সবাই নির্দোষ! আমরা চাই আপনি এবং আপনার দুই পুত্র অচিরেই মুক্ত জীবনে ফিরে আসুন। দেশ সেবায় নিবেদিত হোন।

ম্যাডাম, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারা অনেক বড় ব্যাপার। মানুষের সেবা করার এই মহান সুযোগ ক'জন পায়! আপনি পেয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচনে একাধিক আসনে আপনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একবার বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়েছেন। সবই আপনার নিজের যোগ্যতায়। অথচ আপনি সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না! দেশকে কত কী দেয়ার ছিল আপনার!

মনে রাখা দরকার পুরো জাতি কখনও একটি দলের পিছনে থাকে না। একটি অংশ মাত্র থাকে। পৃথিবীতে কেউই অনিবার্য নয়। কোনো শূন্যস্থানই অপূর্ণ থাকে না। প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। ক্ষমতাও চিরস্থায়ী নয়। অতীতে কেউই ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে পারেনি। একথা প্রায়ই আমরা ভুলে যাই। রাজনীতিবিদদের লোভ লালসার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। আত্মসমালোচনা করতে হবে। ভুল হয়ে থাকলে তা স্বীকার করার মধ্যে কিছু গ্লানি নেই।

বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক লোকজন নিশ্চয়ই আছে! জনপ্রিয়তাই যে যোগ্য শাসক হওয়ার মাপকাঠি নয়, নির্বাচনে জয়লাভই যে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি নয় একথা বার বার প্রমানিত হয়েছে। অতএব সৎ লোকদের সুযোগ করে দেয়ার এখনই সময়। এই সুযোগ আর কখনও আসবে না। আমার ধারনা সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই চেষ্টাই করছে। তারা একটি অনিবার্য সংঘাতের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে এবং অনেক ভালো ভালো সংস্কার করছে যার সুফল জাতি আস্তে আস্তে পাবে। রোডম্যাপ অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করে তারা বিদায় নেবেন এটা নিশ্চিত করে যায়। আর যেখানে জাতির কল্যাণ নিহিত সেখানে কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই দেয়া হাস্যকর। সংবিধান মানুষের জন্যই। সরকার সেই কাজগুলোই করছে। সরকার এখন পর্যন্ত কোনো ভুল কাজ করেনি।

ম্যাডাম, পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। গত সতেরো মাসেই অনেক বদলেছে। প্রতিনিয়ত বদলায়। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এখন আর গতানুগতিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব চায় না। তারা চায় শিক্ষিত, স্মার্ট, দেশপ্রেমিক ও সৎ রাজনীতিক। তারা লি কোনিও, মাহাথির মোহাম্মদ, নেলসন মেন্ডেলা, কামাল আতাতুর্কের মতো দেশপ্রেমিক চায়। ওবামার মতো লড়াকু নেতা চায়। যারা ক্ষমতায় থেকে শুধু নিজের আখের গুছিয়েছে এই ধরনের রাজনীতিক তারা আর চায় না। তারা লুটেরা রাজনীতির অবসান চায়। তারা চায় পরিবর্তন। গুনগত পরিবর্তন। কেউই আর ১/১১ এর আগের সেই বিভিষিকাময় দিনগুলোতে ফিরতে চায় না।

বিদেশে বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের প্রত্যাশা করে। তারা দেশে ফিরে তাদের মেধা দেশের কল্যানে লাগাতে চায়। এজন্য আপনাদেরই পরিবেশ তৈরী করতে হবে। হানাহানি আর বাসে আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ানো বা গ্রেনেড হামলা করে পতিপক্ষকে শেষ করে দেয়ার রাজনীতি আর কেউ চায় না। কারন দেশটা শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদরাই চালাবে।

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক

Toronto

jasim.mallik@gmail.com